মহামারি রুখতে বন্যপ্রাণী বাণিজ্য ও খাওয়া বন্ধ করি

জুনোটিক ডিজিজ বা প্রাণী-সংক্রমিত রোগ পশুপাখি ও মানবদেহের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়।

বন্যপ্রাণীর **ব্যবসা-বাণিজ্যের** ফলে এরা মানুষের সংস্পর্শে চলে আসে এবং প্রাণী-সংক্রমিত রোগ বিস্তারের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। বন্যপ্রাণী মৃত হোক বা জীবিত, এদেরকে না ধরলে বা ব্যবসা-বাণিজ্য না করলে এরা সাধারণত রোগ ছড়ায় না বরং প্রকৃতিতে মুক্তভাবে বিচরণের মাধ্যমে আমাদের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে ও পৃথিবীকে সুস্থ রাখে।

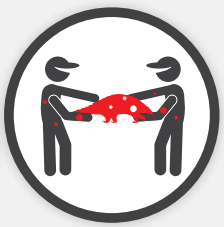

জীবাণু সংক্রমণ ৩ ভাবে হতে পারে

জুনোটিক ডিজিজ বা প্রাণী-সংক্রমিত রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রতিবছর বিশ্বজুড়ে ২০০ কোটিরও বেশি মানুষ অসুস্থ হয় এবং ২০ লক্ষেরও বেশি মানুষ মৃত্যুবরণ করে।

১

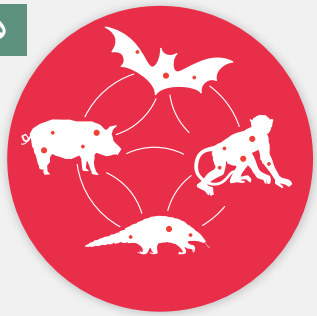

প্রাণী থেকে প্রাণীতে

২

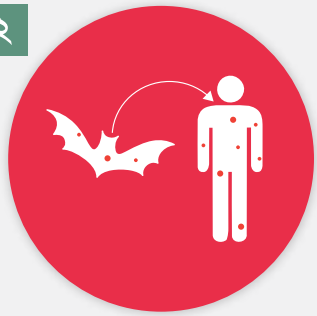

প্রাণী থেকে মানুষে

৩

মানুষ থেকে মানুষে

বন্যপ্রাণী খাওয়া ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে কিছু রোগের সম্পর্ক

সিভিয়ার একিউট রেস্পিরেটরি সিনড্রোম (SARS-CoV)

মানবদেহে প্রথম সনাক্ত হয় ২০০২ সালে। চীনে গুয়াংজো শহরের বন্যপ্রাণী বাজারে প্রথম পাওয়া যায়।

আক্রান্ত সংখ্যা ৮,০৯৮

মৃত্যু সংখ্যা ৭৭৪

উৎস: বাঁদুড় থেকে ছোট স্তন্যপায়ী হয়ে মানুষে

এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা (H5N1)

মানবদেহে প্রথম সনাক্ত হয় ১৯৯৬ সালে হংকং-এ। ২০০৩-২০০৬ সালে ৫৩ টি দেশে এই মহামারি ছড়িয়ে পড়ে।

আক্রান্ত সংখ্যা ৮২৬

মৃত্যু সংখ্যা ৪৪০

উৎস: বন্য জলচর পাখি থেকে গৃহপালিত হাস-মুরগী হয়ে মানুষে

এইচআইভি/এইডস

মানবদেহে প্রথম সনাক্ত হয় ১৯৮১ সালে। বাংলাদেশে প্রথম রোগী সনাক্ত হয় ১৯৮৯ সালে।

আক্রান্ত সংখ্যা ৪৭,৫০,০০,০০০

মৃত্যু সংখ্যা ৩,২০,০০,০০০

উৎস: বানর জাতীয় প্রাণীর রক্ত বা দেহ নিঃসৃত রসের মাধ্যমে মানুষে

ইবোলা ভাইরাস

মানবদেহে প্রথম সনাক্ত হয় ১৯৭৬ সালে। সবচেয়ে বড় মহামারি দেখা দেয় পশ্চিম আফ্রিকায় ২০১৪-২০১৬ সালে।

আক্রান্ত সংখ্যা ২৮,৬৫২

মৃত্যু সংখ্যা ১১,৩২৫

উৎস: বাঁদুড় থেকে অন্যান্য স্তন্যপায়ী হয়ে মানুষে

কোভিড-১৯ মহামারি

রোগটি প্রথমে স্থানীয়ভাবে মানুষ থেকে মানুষে ছড়ায় এবং খুব দ্রুতই পুরো বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে

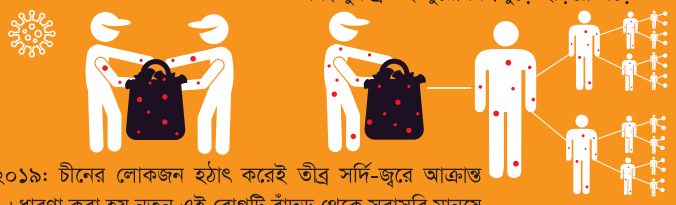

ডিসেম্বর ২০১৯: চীনের লোকজন হঠাৎ করেই তীব্র সর্দি-জ্বরে আক্রান্ত হতে থাকে। ধারণা করা হয় নতুন এই রোগটি বাঁদুড় থেকে সরাসরি মানুষে অথবা বাঁদুড় থেকে অন্য কোন প্রাণী হয়ে মানুষে সংক্রমিত হয়েছে।

২০১৯ ২০২০ ২০২১ ২০২২ ২০২৩ ২০২৪ ২০২৫ ২০২৬

*আক্রান্ত সংখ্যা ৭৫ কোটিরও অধিক

*মৃত্যু সংখ্যা ৭০ লক্ষেরও অধিক

*জানুয়ারি ২০২৬ অনুযায়ী

অতীতে জুনোটিক ডিজিজ বা প্রাণী-সংক্রমিত রোগ দেখা দিলে তার দ্রুতই অবসান হতো। এখন সাধারণত বাস, ট্রেন, নৌকা ও বিমান-এর মাধ্যমে মানুষ একস্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করে। যার ফলে প্রাণী-সংক্রমিত রোগগুলো খুব দ্রুত বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে।

কোভিড-১৯ এর ক্ষেত্রে ঠিক এমনটিই ঘটেছে। ভাইরাসটি চীনে উৎপত্তি লাভ করে এবং ২২৯টি দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এতে ৭০ কোটিরও বেশি মানুষ আক্রান্ত হয় ও ৭০ লক্ষের বেশি মানুষ মৃত্যুবরণ করে। আক্রান্ত ও মৃত্যুর এ সংখ্যা বিশ্বব্যাপী প্রতিদিনই বেড়ে চলেছে।

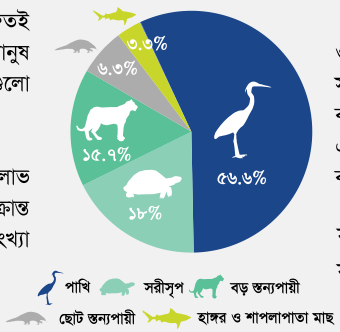

বাংলাদেশে বন্যপ্রাণী ব্যবসা-বাণিজ্য

ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন সোসাইটি (ডাব্লিউসিএস) বাংলাদেশ কর্তৃক ২০১৮ সালে সম্পাদিত এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, বাংলাদেশে বন্যপ্রাণীর ব্যবসা-বাণিজ্য ও পাচার ভৌগলিকভাবে বিস্তৃত একটি বড় ধরনের সমস্যা এবং এতে জুনোটিক ডিজিজ বা প্রাণী-সংক্রমিত রোগের বাহকসহ বিভিন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণী অন্তর্ভুক্ত।

বন্যপ্রাণী আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ। বন্যপ্রাণী খাওয়া বা এদের ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে বিরত থাকুন, মহামারি রুখতে এগিয়ে আসুন।

আসুন বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ করি, নিজেকে ও পৃথিবীকে সুস্থ রাখি।

সকলের অংশগ্রহণ, বন্ধু হয়ে কাছিম ও কচ্ছপ সংরক্ষণ

কাছিম ও কচ্ছপ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে

মিঠাপানির কাছিম মৃত মাছ খেয়ে জলাশয়ের পানির গুণগত মান বজায় রাখে। এছাড়াও এরা গাছপালা বিস্তার, কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ এবং খাদ্যশৃঙ্খলে অন্যান্য প্রাণীর টিকে থাকা নিশ্চিতে ভূমিকা রাখে।

মানুষের কিছু কর্মকাণ্ড, যেমন- বন্যপ্রাণী শিকার, আবাসস্থল ধ্বংস এদেরকে বিলুপ্তির ঝুঁকিতে ফেলছে। বাংলাদেশের কিছু অঞ্চলে কাছিম ও কচ্ছপের ব্যবসা এবং খাদ্যাভ্যাস এদের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি।

নিজের ও পরিবারের স্বাস্থ্য রক্ষায় বন্যপ্রাণী কেনা, প্রস্তুত করা বা খাওয়া থেকে বিরত থাকুন

বন্যপ্রাণীর অবৈধ বাণিজ্য বা খাদ্যাভ্যাস আমাদের অসুস্থ করতে পারে।

বন্যপ্রাণী (যেমন- কাছিম ও কচ্ছপ) সংগ্রহ, মজুদ, ব্যবসা, খাওয়া বা প্রস্তুত করার সময়, আমরা ক্ষতিকর জীবাণুর সংস্পর্শে আসতে পারি যা সহজেই প্রাণী থেকে মানুষের মাঝে ছড়াতে পারে।

সকল কাছিম ও কচ্ছপ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) অধ্যাদেশ, ২০২৬ দ্বারা সুরক্ষিত

কাছিম ও কচ্ছপ (সম্পূর্ণ বা দেহাংশ বা তা হতে উৎপন্ন কোন দ্রব্য) ধরা, হত্যা বা শিকার, ক্রয়-বিক্রয়, হস্তান্তর, পরিবহণ, দখল বা নিয়ন্ত্রনে রাখা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ।

এ আইন ভঙ্গকারী ৩ (তিন) বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা ৩,০০,০০০ (তিন লক্ষ) টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

কাছিম ও কচ্ছপ সংক্রান্ত যেকোনো অপরাধের ঘটনা জানাতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন

বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট (WCCU) হটলাইন: ০১৯৯৯-০০০০৯৫, ০১৭১৩-০৭৬৬৮৩
বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়- ঢাকা: ০১৯৯৯-০০৭৯১৯; খুলনা: ০১৯৯৯-০০৫৮৪৪
চট্রগ্রাম: ০১৭১১-৪৮২৮৯৮; মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ: ০১৭৪৮-৫৭৫৪৮৫
শেরপুর: ০১৭১১-৮৫০৭৩৩; রাজশাহী: ০১৯১৪-৭৭৫৩৬৩

কাছিমের প্রামাণ্যচিত্র দেখতে স্ক্যান করুন

বন অধিদপ্তর
ILLEGAL WILDLIFE TRADE CHALLENGE FUND
WCS

অর্থায়নে যুক্তরাজ্য সরকারের অবৈধ বন্যপ্রাণী বাণিজ্য দমন তহবিল